সমকাল

তারিখ ... 14 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষক-কর্মচারী সংকটে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা

■ সৌরভ হাবিব, *রাজশাহী*

প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও কর্মচারী না থাকায় ধুঁকে ধুঁকে চলছে রাজশাহী সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করছেন ৩৮ বছর ধরে; ২৭ বছরে কোনো শিক্ষকও নিয়োগ হয়নি। এমনকি যারা আছেন তাদেরও পদোন্নতি দেওয়া হয়নি। প্রকৌশল বিদ্যা শেখানো হলেও নেই ল্যাব ইনচার্জ, নেই শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা।

ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা যায়, ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যাপীঠের ভবনগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। রাজশাহী জেলা পরিষদ পরিচালিত ৪০০ আসনের এই প্রতিষ্ঠানে ১৬টি পদের বিপরীতে শিক্ষক আছেন সাতজন। তাদের মধ্যে দু'জন চলতি বছরে অবসরে যাবেন। বাকি পাঁচজন অবসরে যাবেন ২০১৮ সালে। তাই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠানটিতে ১৯৮৮ সালের পর থেকে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। যারা অবসরে গেছেন তাদের গ্র্যাচুইটি ভাতাও দেওয়া হয়নি। গণিতের শিক্ষক না থাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তিনজন শিক্ষক। কিন্তু তাদের কোনো সম্মানী ভাতা দেওয়া হয় না। ১৯৭৭ সাল থেকে অধ্যক্ষের পদ শূন্য। প্রতিষ্ঠানটিতে কোনো কর্মচারী নেই। অফিস সহকারী থেকে শুরু করে প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার অপারেটরসহ সব পদই শূন্য। কর্মচারী না থাকায় সব কাজই করেন শিক্ষকরা।

রাজশাহী সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট

শিক্ষকরা জানান, দেশের দুটি সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের মধ্যে এটি সবচেয়ে প্রাচীন। ১৯৮৯-৯০ সালের দিকেও প্রতিষ্ঠানটিতে সিভিল ও মেকানিক্যালের ওপর ডিপ্লোমা করা যেত। শিক্ষকস্বল্পতার কারণে তা বন্ধ করতে হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া না হলে সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের পাঠদানও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তারা আরও জানান, প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে যেতে আইনত কোনো বাধা নেই। জেলা পরিষদও তা চায়। কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য কারণে তা হচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

জানা যায়, ২০১৪ সাল থেকে জেলা পরিষদ ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন ফির নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রতি বছর একজন শিক্ষার্থীকে ভর্তির সময় প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হয় ১৪ হাজার ৭০ টাকা। এর মধ্যে জেলা পরিষদ উন্নয়ন ফিসহ বিভিন্ন নামে নেওয়া হয় ১৩ হাজার টাকা। বেতন ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

শিক্ষক-কর্মচারী সংকটে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বাবদ প্রতি ৬ মাস অন্তর দিতে হয় দুই হাজার ৭০ টাকা। এর মধ্যে জেলা পরিষদের ফান্ডে জমা হয় এক হাজার ৫০০ টাকা। অবশিষ্ট ৫৭০ টাকা সেশন চার্জ হিসেবে প্রতিষ্ঠানে জমা হয়। অথচ তিন বছর আগেও প্রতিষ্ঠানের ভর্তি ফি ছিল নামমাত্র। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ৪০০ শিক্ষার্থী রয়েছেন। কিন্তু ইনস্টিটিউট সংলগ্ন হোস্টেলে মাত্র ৩২ জনের আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আনোয়ার জাহিদ। তিনি এ বছরেই অবসরে যাবেন। আনোয়ার জাহিদ জানান, প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানে। এটি অনেকবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত হতে গিয়েও শুধু জনপ্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরে তা হয়ে ওঠেনি। তবে সাবেক মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের চেষ্টায় নওদাপাড়া বাস টার্মিনালের বিপরীতে ৩ একর জায়গার ওপর ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন একটা প্রকল্প চালু করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। ওই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শ্রেণিকক্ষ ও আবাসিক সংকট কিছুটা নিরসন হবে। তবে পাঠদানের মান ভালো করতে হলে দ্রুত শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে।

জেলা পরিষদের এক কর্মকর্তা জানান, জেলা পরিষদকে নিজস্ব আয়ে চলতে হয়। সরকার থেকে কোনো অর্থ না দেওয়ায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ফি বাবদ ১০ হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে। অর্থ নেওয়া না হলে প্রতিষ্ঠানটি এতদিনে বন্ধ হয়ে যেত। উন্নয়ন ফি ৫০ হাজার টাকা হওয়া উচিত মন্তব্য করে তিনি আরও জানান, সরকার থেকে বলে দেওয়া হয়েছে, প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ নিয়ে চালাতে পারলে চালান, না পারলে বন্ধ করে দিতে। শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, কোনো পরিকল্পনা নেই। ২০১৮ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষক অবসরে যাবেন। তখন এমনিতেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সরকার বলেন, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। কেবল নির্বাচিত হয়েছি। যদি কোনো সংকট থাকে তবে তা সমাধান করা হবে।'